

NOTE SHEET

14/04/2017

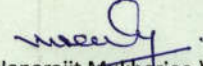
18-04-2017

Enclosed is the news item clipping of the Sambad Pratidin, a Bengali daily dated 18.04.2017, the news is captioned "হাসপাতালেই মশার আড়ত"

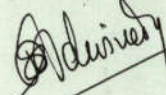
Investigating Wing of West Bengal Human Rights Commission is directed to submit a detailed report after investigating the matter by..... 8th May 2017



( Justice Girish Chandra Gupta )  
Chairperson



( Nparajit Mukherjee )  
Member



(M.S. Dwivedy )  
Member

Encl : News Item dt.18-04-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website and a copy of the order be communicated to the concerned newspaper.

ডেঙ্গু রোখার বার্তা দিয়ে সারি সারি ব্যানার, প্রচার মানছে না খোদ স্বাস্থ্যক্ষেত্রই

# হাসপাতালেই মশার আড়ত

ব্রতদীপ ভট্টাচার্য

হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকতেই সারি সারি ব্যানার। লেখা, 'জল জমা যেখানে, ডেঙ্গু-বাহক মশার জন্ম দেখানো।'

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত হাসপাতালের প্রবেশদ্বার থেকে এমাজেলি পর্যন্ত ছয়লাপ এই সচেতনতা বার্তায়। অখচ ভিতরে গেল তার সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। কী রকম?

হাসপাতালের মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের পাশেই গজিয়ে উঠেছে সাক্ষাৎ মশার আড়তঘর। মূল বিস্তারের ঐশানকোসের ডোবাটি আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে আঁজকুড়ের চেহারা নিয়েছে। কী নেই তাতে? হাসপাতালের চিকিৎসার বর্জ্য থেকে শুরু করে থার্মোকলের প্লেট, ফঁকা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোলা, পলিরোগ - জল কাদায় মাখামাখি হয়ে যে নরকুণ্ড। দুর্গন্ধে ভিটানো দায়। এক নজরেই বোঝা যায়, মশার বংশবৃদ্ধির জন্য এর চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। বসন্ত হাসপাতাল চত্বরে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ব্যানারগুলোয় যে সব জিনিস জমতে না দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে, হাসপাতালের কেন্দ্রস্থলেই সেগুলির



বারাসত হাসপাতালের হাল। আবর্জনায় হয়ে উঠেছে মশার আড়তঘর।

—প্রতিদিন চিত্র

আড়ত হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই ডোবা। যা সেখে রোগীদের পরিবারের লোকেরা বাক করে বলছেন, "আপনি আচারি ধর্ম, অপরে শিখাও।" কল যা হওয়ার তাই। মশার উৎপাতে সকলে অতিষ্ঠ। রোগীর পরিজনরা বলে বলে ক্রান্ত। বারাসতের ন'পাড়ার অভিযেক

ভট্টাচার্যর কথায়, "মা অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে রাত কাটাতে হয়েছিল। মশার কামড়ে আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া না হয়ে যায়।" আর এক রোগীর ছেলে মনোজ প্রামাণিক বলেন, "রাতে বাড়ির লোক থাকার জন্য প্রতীক্ষালয় রয়েছে। মশা সেখানেও পিছন ছাড়ে না। ডোবাতাই

যত মশার বাসা।" উৎপল চৌধুরি নামে এক রোগীর আত্মীয়ের আক্ষেপ, "আগের চেয়ে হাসপাতালের পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে। ওয়ার্ড পরিষ্কার থাকে। লিফট হয়েছে। উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এত ভাল কাজ করার পরও ডোবাটি যেন এক বালতি দুখে এক ফেঁটা

চেনা ফেলার মতো।" বারাসত পুরসভার পূর্ণ জানিয়েছেন, "প্রায় তিন মাস পুরসভা ডোবাটি সংস্কার করবে কিন্তু সেখানে আবর্জনা ফেল করা যায়নি। ফলে মাস তিনে মধ্যেই এই হাল দাঁড়িয়েছে। সংস্কারও করা হয়নি। ডে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব সৌন্দর্যময়নের কাজ চলছে। তা হলে সমস্যার সুরাহা হবে। রোগীদের প্রশ্ন, তত দিন কি এত মশার ডাঘ হয়ে চলাবে হাসপ চত্বরে? বারাসত হাসপাতালের কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বারাসতের সাংসদ ব মোহনভট্টাচার্য বলেন, "কী সংস্কার হচ্ছে না, তা খতিয়ে হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সৌন্দর্যময়নের শুরু হবে।"

কিছু মানুষের যদি সচেতন আসে, তা হলে তো ফের সত্য পরও ডোবার একই হাল হবে। আর্জনায় বোঝাই হয়ে আঁজা চেহারা নেবে জলাশয়। আবার আড়ত হয়ে উঠবে। সেই স সমাধান কী।

মানুষ নিজের ভাল না বুঝে কিছুতেই কিছু করা যাবে একবাক্যে সকলে তা স্বীকার ক